

ফল আর্মিওয়ার্ম কী এবং কীভাবে বাড়ে?

ফল আর্মিওয়ার্ম একটি ক্ষতিকারক
পোকা যা

৮০ ধরণের



শস্যে আক্রমণ ও ধূংস করে
ভুট্টা এদের সবচেয়ে প্রিয় ফসল।

২০১৮ সালে এটি বাংলাদেশহী
দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন
শস্যক্ষেত্রে আক্রমণ
করে

বিজ্ঞানীদের ধারণা
এরা আরো
দূর-দূরাতে ছড়িয়ে
পড়বে এবং শস্যের
ব্যাপক ক্ষতি করবে



রবি মৌসুমে নিয়ন্ত্রণ

ফল আর্মিওয়ার্ম কীভাবে বেড়ে উঠে
এবং শস্যক্ষেত্র আক্রমণ করে তা
জানা থাকলে
বিপজ্জনক
এই
পোকাটিকে
দমন করা
সহজ হবে।

ফল আর্মিওয়ার্ম এর জীবনচক্র



ফল আর্মিওয়ার্ম এর জীবনচক্র

তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে ফল আর্মিওয়ার্ম ৩৫ থেকে ৭০ দিন পর্যন্ত বাঁচে

১ পূর্ণবয়স্ক শ্রী পোকা ১০০০ থেকে
২০০০টি ডিম পাড়ে



২ ডিম ফুটে বের হওয়া
কীড়াগুলো ১৫ থেকে ২৮ দিন
পর্যন্ত ভুট্টাগাছের পাতা, কাণ্ড
এবং পূর্ণাঙ্গ ভুট্টা গাছ হলে
সরাসরি ভুট্টার মোচায় ঢুকে
ভুট্টা দানা খাবে

৩ পূর্ণ বয়স্ক ফল
আর্মিওয়ার্ম শ্রী
পোকা ডিম পেড়ে
মরে যাবে।
তবে তার আগে

বাতাসে ভেসে করেকশ'
কিলোমিটার দূরে চলে যেতে
পারে



৪ পূর্ণাঙ্গ অবস্থার
সময়কাল ১০ থেকে
২২ দিন বা আরো
বেশি



৫ পূর্ণাঙ্গ অবস্থার
সময়কাল ১০ থেকে
২২ দিন বা আরো
বেশি

৬ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রায় পূর্ণাঙ্গ পোকায়
রূপান্বরিত হতে সময় কম লাগে



ফল আর্মিওয়ার্ম এর জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপে কীভাবে এদের দমন করা যায়?

ডিমগুলো সাধারণত: পাতার নিচের দিকে থাকে। এগুলো খুঁজে বের করে ধ্বংস করুন।



জমিতে নিয়মিত নজরদারি করলে পোকার কীড়া দেখতে পাবেন এবং খালি হাতে সেগুলোকে পিঘে মেরে ফেলুন।



সাথি ফসল চাষ পদ্ধতিতে ফল আর্মিওয়ার্ম পোকা দিশেহারা হয় ও ছড়িয়ে পড়তে পারে না বলে জীবনচক্রে যেকোন সময় এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়।



পিলিয়াল সিলেটে ইনিশিয়েলিট ফর সাউথ এশিয়া (সিসা) প্রকল্প শুরু হয়েছে ২০১৯ সালে। এটে নেতৃত্ব দিচ্ছে আন্তর্জাতিক ভূট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট) এবং সহযোগি হিসেবে আছে আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইনসিটিউট (ইফপি) ও আন্তর্জাতিক খাদ্য গবেষণা ইনসিটিউট (ইআরি)। এখানে বর্ণিত কৌন বিষয় বা মন্তব্যের জ্যো কেন্দ্রভাবেই বিল এ্রাই মেলিজ গেট্স ফাউনেশন, ইউএসএভিড, এবং মুরগান্ত্রের সরকারকে দায়ী করা যাবেন। এবং কোন রকম বিজ্ঞাপন বা পানের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা যাবেন।

আন্তর্জাতিক ভূট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র ১০৫৬, গোড় ৫৩, গুলশান ২, ঢাকা থেকে এপ্রিল ২০১৯ এ প্রকাশিত।

ফল আর্মিওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণ
সহজ হয় যখন



সেচের সময় ক্ষেত্রে এমনভাবে পানি দিল যাতে কয়েক সেন্টিমিটার পানি জমে থাকে এতে পূর্ণাঙ্গ পর্যায়ে রূপান্তরের জন্য মাটিতে যে পুরুলিঙ্গলো থাকবে তারা ডুবে মরে যাবে



কৃষকবাদীর যেসব মাকড়শা বা বন্দু
পোকা রয়েছে সেগুলোর যত্ন
নিন যাতে তারা কীড়া বা ডিম
ধ্বংস করতে পারে।



কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে কেবলমাত্র একজন সনদপ্রাপ্ত বীকৃত প্রয়োগকারীর দ্বারা কীটনাশক প্রয়োগ করল। পোকা দমনের অন্যান্য ব্যবস্থা কার্যকর না হলে সর্বশেষে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন রাসায়নিক কীটনাশক উপকারি বন্দু পোকাও ধ্বংস করে।

কীটনাশক ডিম এবং
পাতার নিচে এবং
পাতার কোড়লে
দুকিয়ে থাকা
কীড়াতে প্রয়োগ
করতে ভুলবেন না।

